ঝিনাইদহে ’স্টেম সেল থেরাপি’ চিকিৎসা পদ্ধতির সেমিনার

ঝিনাইদহে প্রথমবারের মত চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী ব্যবস্থা ‘স্টেম সেল থেরাপি’ চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকালে শহরের হামদহ হাবিবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

লিভেন গ্লোবাল এর সাকসেস টিমের সহযোগিতায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ ক্লিনিক মালিক সমিতির ঝিনাইদহ জেলার শাখার সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাবিবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বতাধিকারী জাহিদুল ইসলাম। এসময় সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, প্রশিক্ষক মোঃ হাসানুজ্জামান।

প্রসঙ্গত, স্টেম হলো অবিভাজিত জীবকোষ, যা আজীবন আরো অনেক স্টেম সেল তৈরি করতে পারে। এই এক কোষ থেকে অনেক কোষ তৈরি হয় বিভাজন ও পৃথকীকরণ ভাবে।

১৯০৮ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ম্যঅক্সিমভ স্টেম সেলের ধারনা দেন। স্টেম সেল বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন এমব্রায়োনিক স্টেম সেল,যা মানুষের ভ্রুণে থাকে। লিভার বিকল, টাকে চুল গজানো থেকে শুরু করে হাঁটুর ব্যথা কিংবা হৃদযন্ত্রে প্রদাহ—এমন অনেক রোগেই এই থেরাপি প্রয়োগ হচ্ছে।

ঝিনাইদহে জনবল নিয়োগে আউটসোর্সিং পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

পেশ

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আয়োজনে আজ সোমবার সকালে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ।

এতে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন, জেলা শাখার সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াবুল হকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

পরে তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা বরাবর পেশ করেন।

পিআর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতের মানববন্ধন

পিআর পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে শহরের জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জামায়াত জেলা শাখা।

এ মানববন্ধন কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমির তাজউদ্দীন খান।

এছাড়া জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার দাবি জানান।

এছাড়া তারা জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আমলের সব হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

মানববন্ধনে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে জেলা শাখার নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

কোটচাঁদপুরে ব্যাগ ও গ্যাপ পদ্ধতিতে রপ্তানি যোগ্য আম চাষ

বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ব্যাগিং ও গ্যাপ পদ্ধতিতে আম চাষ করছেন স্থানীয় চাষিরা। কিন্তু পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমটি এখনো রপ্তানি হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় না থাকাই আম রপ্তানির প্রধান অন্তরায় বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায়।

জানা যায়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল কোটচাঁদপুর। সে অনুযায়ী এখানে আমের একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোবিন্দ, বানানা, হাড়িভাঙ্গা, কাটিমন, বারি আম-৩, বারি আম-৪, বিশ্বনাথ ও মল্লিকা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতের আটির

আম।

এর মধ্যে চার জাতের আম বানানা, কাটিমন, হিমসাগর ও আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করে চাষ করা হচ্ছে। বানানা, কাটিমন ও হিমসাগর চাষ হচ্ছে ব্যাগিং পদ্ধতিতে এবং আম্রপালি চাষ হচ্ছে গ্যাপ পদ্ধতিতে। ফলে এই জাতগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও ভালো।

প্রায় ৪ বছর আগে কোটচাঁদপুরের কৃষক আব্দুল আজিজ প্রথম ব্যাগিং পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। তার দেখাদেখি সলেমানপুর গ্রামের আবুল হোসেন, খোকা সরদার, রশিদ সরদার, জামাল সরদার ও আকবর আলীসহ আরও অনেক চাষি এই পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। এ বছর প্রায় ৫০ হাজার ব্যাগে আম চাষ হয়েছে। গ্যাপ পদ্ধতিতেও আম চাষ হচ্ছে।

চাষি আবুল হোসেন জানান, তিনি ১০ বিঘা জমিতে আম্রপালি ও হিমসাগর আম চাষ করেছেন। এর মধ্যে ২ টন হিমসাগর ও ১০ টন আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী হয়েছে। প্রতি ব্যাগে প্রায় ১ টাকা খরচ হলেও এই আম বাজারে ৫০–৮০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হয়। ব্যাগিংয়ের ফলে আম থাকে প্রাকৃতিক, বিষমুক্ত ও পোকামাকড়হীন, যা বাজারে চাহিদা বাড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “যদি বিদেশে এই আম পাঠানো যেত, তাহলে চাষিরা আরও লাভবান হতেন এবং সরকারও পেত রাজস্ব। পাশাপাশি আরও অনেক চাষি বিষমুক্ত আম চাষে আগ্রহী হতেন।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন জানান, এ বছর কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, “আমি শুনেছি আগে ১–২ বার বায়ারের মাধ্যমে এখানকার আম রপ্তানি হয়েছিল। এবারও বায়ারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।”

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায় বলেন, “আমি বাজার ঘুরে দেখেছি, কোটচাঁদপুরে খুব ভালো মানের আম হয়। কিন্তু রপ্তানির জন্য কিছু কাজ করতে হবে।” তিনি জানান, ‘রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প’ নামের একটি সরকারি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আম বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছর ইতোমধ্যে ৫ টন আম চীনে রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু কোটচাঁদপুরের আম এই প্রকল্পের আওতায় না থাকায় এখান থেকে রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “আগামীতে কোটচাঁদপুরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ না করায় মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদে লাভবান হবেন কৃষক

কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে কৃষি বিভাগ। “সময়লয়” পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষকের সময় ও শ্রম খরচ কমবে, লাভবান হবেন কৃষক।

এরই অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে গাংনী উপজেলায়। গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলার গোপালনগর গ্রামের গড়ানের মাঠে সমলয় পদ্ধতিতে এই চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেনের সভাপতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে কৃষি বিভাগ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রাসেল রানা, এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপসহকারী কৃষি অফিসার মতিউর রহমান, শাহিনুর রহমান, জুয়েল রানা, ইমরান হোসেন, সুজন কুমার বিশ্বাস, নাইমুর রহমান ও গিয়াস উদ্দিনসহ উপজেলার সকল উপসহকারী কৃষি অফিসার ও

কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। এবছর মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলায় ১০০ একর জমিতে সমলয় পদ্ধতিতে বোরোধান চাষাবাদের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা কৃষি বিভাগ।

প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধান চাষের জন্য বীজতলা পরিবর্তে প্লাস্টিকের ট্রেতে বীজ বপন করে তিন সপ্তাহে মধ্যে ধানের চারা উৎপাদন করা এবং যন্ত্রের সাহায্যে চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পরিচর্যা এমনকি ধান কাটা মাড়াই হবে যন্ত্রের সাহায্যে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে জমিতে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। “সমলয়” পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদে শ্রমিক সঙ্কট নিরসন, উৎপাদনে অতিরিক্ত খরচ ও সময় বাঁচবে বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন।

তিনি জানান, বোরো মৌসুমে গাংনী উপজেলা গোপলনগর গড়ান মাঠ এলাকায় জমিতে ৪৫০০ প্লাস্টিকের বিশেষ কৃষি যন্ত্রের মাধ্যমে মাটিতে জৈব সার সংমিশ্রণে প্লাস্টিকের ট্রেতে ধান বীজ বপন করা হয়েছে। সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদে বীজ বপন থেকে সার প্রয়োগ ও ধান কাটা মাড়াই সবকিছু করা হবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তিনি বলেন, সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষকেরা অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। কৃষিতে যান্ত্রিকরণ হওয়ার কারণে শ্রমিক সংকট নিরসন হবে।

ফসলের ভালো ফলনসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবে কৃষকেরা। তাই এই অঞ্চলের কৃষকদের সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষি বিভাগ থেকে। এসময় ওই এলাকার দুই শতাধিক কৃষাণ-কৃষাণিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছেন, চলতি বছরে এজেলার ১৯ হাজার ৩২৭ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনার আওতায় গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামে ৬০ জন কৃষকের ৫০ একর জমিতে রাইস-ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা হচ্ছে।

এছাড়া সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মাঠে ৬৫ জন কৃষকের ৫০ একর জমিতে এই পদ্ধতিতে ধান রোপন করা হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা কৃষি কর্মকর্তা (ডিডি) বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো, সমলয় এবং শ্রম সাশ্রয় করা। তিনি বলেন, কৃষকের

স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। এ প্রযুক্তির ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমবে। ফলে তারা লাভবান হবেন।